চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও নির্বাচিতদের তথ্য

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৯ মে, ২০১৪)

১.

গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ থেকে ১৯ মে ২০১৪ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয় ৪৭১টি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন। তফসিল ঘোষণার পর আমরা **সুজন**–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি কারণে এই নির্বাচনকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। কারণসমূহের মধ্যে ছিল– সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ফলে ধারাবাহিকতা রক্ষা, নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে ব্যাপক সংখ্যক প্রার্থীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা এবং রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ হওয়া ইত্যাদি। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সুজন প্রথম থেকেই এই নির্বাচনকে পর্যবেক্ষণে রাখে এবং নির্বাচন উপলক্ষে একটি গোলটেবিল বৈঠক এবং পাঁচটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এছাড়াও ১২২টি উপজেলার প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ারম্যান প্রার্থীগণের তথ্যসমূহ প্রচারপত্র আকারে প্রকাশসহ ৭৪টি উপজেলার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে'র আয়োজন ছিল সুজন-এর উদ্যোগগুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রথম ধাপের নির্বাচনের একদিন পূর্বে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে 'চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন এবং স্থানীয় সরকার সংস্কার প্রসঙ্গ' শিরোনামে গোলটেবিল বৈঠক আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে বলেছি, এই নির্বাচন অনুষ্ঠানই যথেষ্ট নয়, উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী, কার্যকর ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল সংবিধানের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলা পরিষদসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আইন সংশোধন করতে হবে, পূর্ণাঙ্গ উপজেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে দ্রুত সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে, প্রচলিত আইনের বিধানসমূহ পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করার জন্য সকল ধরনের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে।

প্রথম পাঁচটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল চেয়ারম্যান প্রার্থীর তথ্যের বিশ্লেষণ আমরা তুলে ধরেছিলাম পাঁচটি সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় ও নির্বাচন কমিশন থেকে সঠিক সময়ে তথ্য না পাওয়ায় প্রথম দিকে তথ্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে তথ্য প্রকাশ না করার কারণে এক পর্যায়ে নির্বাচন কমিশনকে লিগাল নোটিশও দিতে হয়েছিল আমাদের। নির্বাচন কমিশনের 'চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা ম্যানুয়াল'-এর বরাত দিয়ে নিয়মানুযায়ী প্রার্থীদের তথ্যসমূহ ভোটাদের মধ্যে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বানও জানিয়েছিলাম আমরা নির্বাচন কমিশনের প্রতি।

আর একটি বিষয়ে আমরা রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। বিষয়টি হচ্ছে, বিধি-বিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক দলীয়ভাবে প্রার্থী মনোনয়ন বা প্রার্থীকে সমর্থন দান। সুজন-এর পক্ষ থেকে আমরা বলেছিলাম, 'দলীয়ভাবে নির্বাচন করার ফলে একদিকে যেমন প্রার্থী সংখ্যা কমে যাচ্ছে, অপরদিকে ভোটারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিধিও ছোট হয়ে আসছে। বিষয়টি স্থানীয় পর্যায়ে গণতান্ত্রিক চর্চার পরিবেশকেও বিঘ্নিত করছে। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এক একটি উপজেলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে একাধিক প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও একক প্রার্থী নির্ধারণের জন্য রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থীতা প্রত্যাহরের জন্য কোন কোন প্রার্থীকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি নির্বাচনকে প্রভাবিত করার শামিল, যা সুস্পষ্টভাবে নির্বাচনী আচরণবিধির লঙ্ঘন।' নির্বাচনটিকে যাতে দলীয়ভাবে করতে না পারে, সে ব্যাপারে রাজনৈতিক দলসমূহের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি এবং দলীয়ভাবে এই নির্বাচন না করার জন্য আমরা রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু সুজন-এর আহ্বানে নির্বাচন কমিশন বা রাজনৈতিক দল কেউই সাড়া দেয়নি।

ফলস্বরূপ এর নেতিবাচক প্রভাব আমরা লক্ষ করেছি এই নির্বাচনে। আচরণবিধি ভঙ্গ, নির্বাচনী সহিংসতা, প্রাণহানি, জালভোট, কেন্দ্র দখল, জোর করে ব্যালট পেপারে সীল দেওয়া, সীল দিয়ে আগে থেকেই ব্যালট বাক্স ভরিয়ে রাখা, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, এমনকি ফলাফল পাল্টে দেওয়ার দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। আশির দশকের ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি নির্বাচন ব্যবস্থাকে সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কষ্টার্জিত জাতিগত অর্জনকে – যার মূল কৃতিত্ব ড. এটিএম শামসুল হুদার নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশনের (যে ব্যাপারে আমরাও কিছু ভূমিকা রেখেছিলাম) – আমরা এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আবারো ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করালাম কিনা, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। সুজন মনে করে, মূলত কয়েকটি কারণে নির্বাচনের এই বেহাল দশা আমদের দেখতে হলো। কারণসমূহ হচ্ছে–

- দলভিত্তিক নির্বাচন
- মেরুদণ্ডহীন নির্বাচন কমিশন
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগে অনীহা
- স্ট্যাগার্ড (একাধিক দিনে) নির্বাচন ও সাথে সাথে ফল প্রকাশ
- রাজনৈতিক দল বিশেষতঃ ক্ষমতাসীনদের যে কোনো মূল্যে নির্বাচনে জয়লাভের মরিয়া প্রচেষ্টা
- দলীয় অনুগত কোনো কোনো রিটার্নিং অফিসারসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের অসততা ও পক্ষপাতিত্ব
- সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে না পারা ইত্যাদি।

আমরা এখনই যদি নির্বাচনী ব্যবস্থাকে সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে জাতিগতভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে না ভাবি, এবং সৎ, যোগ্য, সাহসী ও দক্ষ মানুষদেরকে নির্বাচন কমিশনের মত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনার দায়িত্ব না দেই, তবে আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে যাবে। একইসাথে গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণের সুদীর্ঘকালের জাতিগত স্বপ্নও হবে ভূলুণ্ঠিত।

২.

প্রথম পাঁচটি পর্যায়ের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী চেয়ারম্যান প্রার্থীদের তথ্যসমূহ তুলে ধরেছিলাম। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে আমরা সকল প্রার্থীর তথ্য একত্রে সন্নিবেশিত করে তুলে ধরার পাশাপাশি নবনির্বাচিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণের তথ্যও তুলে ধরছি। এই তথ্যগুলোই বলে দেবে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম।

উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত মোট ছয়াট পর্বে ৪৭১টি উপজেলার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও সকল প্রার্থী বা নবনির্বাচিত সকল চেয়ারম্যানের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। কেননা শেরপুর সদর, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর ও বাগেরহাটের রামপাল উপজেলার কোন প্রার্থীর তথ্যই নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে নেই। লক্ষীপুরের কমলনগর উপজেলার বিজয়ী প্রার্থী সৈয়দ মোহাম্মদ শামছুল আলম ও নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বিজয়ী প্রার্থী মিজানুর রহমান বাদলের তথ্য ওয়েব সাইটে পাওয়া যাচ্ছে না। চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার বিজয়ী প্রার্থী মোঃ শাহজাহানের তথ্য আমরা রির্টানিং অফিসারের কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করেছি। ফরিদপুর সদর উপজেলার বিজয়ী প্রার্থী খন্দকার মোহতেশাম হোসেনের (বাবর মিয়া) তথ্যের স্থানে অন্য প্রার্থীর তথ্য দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার এতদিন পরেও সকল প্রার্থীর তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে না থাকার বিষয়টি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। নির্বাচন কমিশন এসব বিষয়ে কেন উদাসীন তা আমাদের কাছে বোধগম্য নয়। নিম্নে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও নির্বাচিতদের তথ্য তুলে ধরা হলো–

শিক্ষাগত যোগ্যতা

পদবী	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
নির্বাচিত চেয়ারম্যান	৫৯ জন ১২.৬৮%	৬০ জন ১২.৯০%	৭৫ জন ১৬.১২%	১৬৫ জন ৩৫.৪৮%	১০০ জন ২১.৫০%	৬ জন ১.২৯%	৪৬৫ জন ১০০%
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী	৪১১ জন ১৭.৯৬%	৩০৬ জন ১৩.৩৭%	৩৯০ জন ১৭.০৪%	৭১২ জন ৩১.১১%	৪৩৭ জন ১৯.০৯%	৩২ জন ১.৩৯%	২২৮৮ জন ১০০%

- শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে অধিকাংশই (২৬৫ জন বা ৫৬.৯৮%) স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৫০.২১% (২২৮৮ জনের মধ্যে ১১৪৯ জন)।
- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর হার ২৫.৫৯% (১১৯ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৩১.৩৩% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৭১৭ জন)।
- নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৫৯ জন (১২.৬৮%) বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুতে পারেননি। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরুতে না পারার হার ছিল ১৭.৯৬% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৪১১ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের (স্নাতক বা স্নাতকোত্তর) নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি (৫০.২১% প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৬.৯৮%); তেমনি স্বল্প শিক্ষিত অর্থাৎ এসএসসি বা তার চেয়ে কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম (৩১.৩৩% প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ২৫.৫৯%)। ১৭.৯৬% বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ১২.৬৮%। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ভোটাররা উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীদের অধিক হারে নির্বাচিত করেছেন এবং স্বল্প শিক্ষিতদের কিছুটা হলেও বর্জন করেছেন।

পেশা সংক্রান্ত তথ্য

পদবী	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী
নির্বাচিত চেয়ারম্যান	৮১ জন ১৭.৪১%	২৮৮ জন ৬১.৯৩%	৪৫ জন ৯.৬৭%	২২ জন ৪.৭৩%	-	১৩ জন ২.৭৯%	১৬ জন ৩.৪৪%	৪৬৫ জন ১০০%
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী	৪৩০ জন ১৮.৭৯%	১২৭৫ জন ৫৫.৭২%	২৩১ জন ১০.০৯%	১২৬ জন ৫.৫০%	৩৫ জন ১.৫২%	৮৫ জন ৩.৭১%	১০৬ জন ৪.৬৩%	২২৮৮ জন ১০০%

- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে অধিকাংশের পেশাই (৬১.৯৩% বা ২৮৮ জন) ব্যবসা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৫৫.৭২% (২২৮৮ জনের মধ্যে ১২৭৫ জন)। হলফনামায় পেশার বিষয়টি উল্লেখ না করা নির্বাচিত চেয়ারম্যান (১৬ জন) ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের (৮৫ জন) বাদ দিলে এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৪.১৪% এবং ৫৮.৪৩%।
- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে কৃষির সঙ্গে জড়িত ১৭.৪১% (৮১ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১৮.৭৯% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৪৩০ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার (৬১.৯৩%- হলফনামায় পেশার বিষয়টি উল্লেখ না করাদের বাদ দিলে ৬৪.১৪%) প্রতিদ্বন্দ্বিতার (৫৫.৭২%- হলফনামায় পেশার বিষয়টি উল্লেখ না করাদের বাদ দিলে ৫৮.৪৩%) তুলনায় বেশি। তার মানে ভোটাররা ব্যবসায়ীদের অধিকহারে নির্বাচিত করেছে।
- অন্যান্য নির্বাচনের মত উপজেলা নির্বাচনেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যাচ্ছে। আমরা বিষয়টিকে নির্বাচনে টাকার প্রভাব বৃদ্ধি ও সম্পদশালীদের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হওয়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে মনে করি, যা কোনোভাবেই ইতিবাচক নয়।

মামলা সংক্রান্ত তথ্য

পদবী	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	উভয় সময়েই মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট প্রার্থী
নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৩৩ জন ২৮.৬০%	২০৫ জন ৪৪.০৮%	৭২ জন ১৫.৪৮%	২৫ জন ৫.৩৭%	৪৫ জন ৯.৬৭%	২ জন ০.৪৩%	৪৬৫ জন ১০০%
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী	৬৩২ জন ২৭.৬২%	৭৬২ জন ৩৩.৩০%	২৯৫ জন ১২.৮৯%	৮৯ জন ৩.৮৮%	১৬৬ জন ৭.২৫%	১০ জন ০.৪৩%	২২৮৮ জন ১০০%

- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়াম্যানের মধ্যে ১৩৩ জনের (২৮.৬০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে, অতীতে মামলা ছিল ২০৫ জনের (৪৪.০৮%) বিরুদ্ধে। বর্তমানে মামলা রয়েছে এবং অতীতেও ছিল (উভয় সময়ে মামলা) এমন চেয়ারম্যান রয়েছেন ৭২ জন (১৫.৪৮%)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল যথাক্রমে ২৭.৬২% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৬৩২ জন), ৩৩.৩০% (৭৬২ জন) এবং ১২.৮৯% (২৯৫ জন)।
- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে ৩০২ ধারায় (হত্যা মামলা) মামলা রয়েছে ২৫ জনের (৫.৩৭%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৪৫ জনের (৯.৬৭%) বিরুদ্ধে। বর্তমানে মামলা রয়েছে এবং অতীতেও ছিল (উভয় সময়ে মামলা) এমন চেয়ারম্যান রয়েছেন ২ জন (০.৪৩%)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল যথাক্রমে ৩.৮৮% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৮৯ জন), ৭.২৫% (১৬৬ জন) এবং ০.৪৩% (১০ জন)।
- নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী উভয়ের ক্ষেত্রে বর্তমান মামলার চেয়ে অতীত মামলা বেশি।
- বর্তমানে মামলা রয়েছে এমন ২৭.৬২% প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ২৮.৬০%, অতীতে মামলা ছিল এমন ৩৩.৩০% প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৪৪.০৮% এবং বর্তমান ও অতীত উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে এমন ১২.৮৯% প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ১৫.৪৮%। অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি। ৩০২ ধারার ক্ষেত্রেও একই প্রবণতা বিদ্যমান (উভয় সময়ে মামলা ব্যতীত)।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য

পদবী	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী
নির্বাচিত চেয়ারম্যান	৭৯ জন ১৬.৯৮%	১৯৭ জন ৪২.৩৬%	১৩২ জন ২৮.৩৮%	২২ জন ৪.৭৩%	১২ জন ২.৫৮%	৯ জন ১.৯৩%	১৪ জন ৩.০১%	৪৬৫ জন ১০০%
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী	৬৬০ জন ২৮.৮৪%	৯২৭ জন ৪০.৫১%	৪৯৫ জন ২১.৬৩%	৬৩ জন ২.৭৫%	২৯ জন ১.২৬%	২৫ জন ১.০৯%	৮৯ জন ৩.৮৮%	২২৮৮ জন১০০%

- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে অধিকাংশরই (২৭৬ জন বা ৫৯.৩৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ৬৯.৩৬% (২২৮৮ জনের মধ্যে ১৫৮৭জন)।
- বাৎসরিক ১ কোটি টাকার বেশি আয় করেন ৯ জন (১.৯৩%) নির্বাচিত চেয়ারম্যান। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১.০৯% (২২৮৮ জনের মধ্যে ২৫ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার (৫৯.৩৫%) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম (৬৯.৩৬%)। অপরদিকে অধিক আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার (১.৯৩%) প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি (১.০৯%)। অন্যভাবে দেখতে গেলে বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ১৫৮৭ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন ২৭৬ জন (১৩.৩৯%)। অপর দিকে কোটি টাকার উপর আয়কারী ২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৯ জন (৩৬%)।

প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

পদবী	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট প্রার্থী
নির্বাচিত চেয়ারম্যান	৪০ জন ৮.৬০%	১৬৮ জন ৩৬.১২%	৮১ জন ১৭.৪১%	৬৭ জন ১৪.৪০%	৮২ জন ১৭.৬৩%	২১ জন ৪.৫১%	৬ জন ১.২৯%	৪৬৫ জন ১০০%
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী	৩৪০ জন ১৪.৮৬%	৯১৯ জন ৪০.১৬%	৩৯০ জন ১৭.০৪%	২৭৩ জন ১১.৯৩%	২৬৬ জন ১১.৬২%	৫৭ জন ২.৪৯%	৪৩ জন ১.৮৭%	২২৮৮ জন ১০০%

- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে ৪০ জনের (৮.৬০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ১৪.৮৬% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৩৪০ জন)।
- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ১০৩ জন (২২.১৫%)। এর মধ্যে ৫ কোটি টাকার বেশি সম্পদের অধিকারী ২১ জন (৪.৫১%) প্রার্থী। ২২৮৮ জন প্রার্থীর মধ্যে এই হার ছিল যথাক্রমে ১৪.১১% (৩২৩ জন) ও ২.৪৯% (৫৭ জন)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১৪.১১% কোটিপতি থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে কোটিপতির হার ২২.১৫%। অপরদিকে দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১৪.৮৬% স্বল্প সম্পদের মালিক থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে এই হার ৮.৬০%। অন্যভাবে দেখতে গেলে ৩২৩ জন কোটিপতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১০৩ জন (৩১.৮৮%)। অপরদিকে ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৩৪০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪০ জন (১১.৭৬%)।
- এখানে স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে অধিক সম্পদের মালিকরাই অধিক হারে নির্বাচিত হয়েছেন; অর্থাৎ সম্পদশালীরাই ক্ষমতাশালী হচ্ছেন। নির্বাচনে টাকার প্রভাবকে এর একটি বড় কারণ বলে আমরা মনে করি।
- অনেক প্রার্থীই সম্পদের মূল্য উল্লেখ না করায় আর্থিক মূল্যে সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। অপরদিকে বর্তমান বাজারমূল্য উল্লেখ না করার কারণেও সম্পদের প্রকৃত পরিমাণ নিরূপণ করা যায়নি।

দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

পদবী	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট প্রার্থী
নির্বাচিত চেয়ারম্যান	২২ জন ৪.৭৩%	২৫ জন ৫.৩৭%	১১ জন ২.৩৬%	৩ জন ০.৬৪%	১১ জন ২.৩৬%	৭ জন ১.৫০%	৭৯ জন ১৬.৯৮%	৪৬৫ জন ১০০%
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী	১২১ জন ৫.২৮%	১০৩ জন ৪.৫০%	৩৫ জন ১.৫২%	২৩ জন ১.০০%	৩০ জন ১.৩১%	২৮ জন ১.২২%	৩৪০ জন ১৪.৮৬%	২২৮৮ জন ১০০%

- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে মাত্র ৭৯ জন (১৬.৯৮%) ঋণ গ্রহীতা। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ছিল ১৪.৮৬% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৩৪০ জন)। অর্থাৎ নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের মধ্যে ৮৩.০২% এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৮৫.১৪% ঋণ গ্রহীতা নন।
- নির্বাচিত চেয়ারম্যাদের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৮ জন (৩.৮৭%) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৫৮ জন (২.৫৩%)। এর মধ্যে ৫ কোটির টাকার উপরে ঋণ রয়েছে যথাক্রমে ৭ জন (১.৫০%) ও ২৮ জনের (১.২২%)।

আয়কর প্রদান সংক্রান্ত তথ্য:

পদবী	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট আয়কর প্রদানকারী	মোট প্রার্থী
নির্বাচিত চেয়ারম্যান	১৪০ জন ৩০.১০%	১০ জন ২.১৫%	৩৫ জন ৭.৫২%	৯ জন ১.৯৩%	১৭ জন ৩.৬৫%	১২ জন ২.৫৮%	৮ জন ১.৭২%	২৩১ জন ৪৯.৬৭%	৪৬৫ জন ১০০%
চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী	৫৪৪ জন ২৩.৭৭%	৩২ জন ১.৩৯%	১০৬ জন ৪.৬৩%	৩৩ জন ১.৪৪%	৫৬ জন ২.৪৪%	২০ জন ০.৮৭%	২১ জন ০.৯১%	৮১২ জন ৩৫.৪৮%	২২৮৮ জন ১০০%

- ৪৬৫ জন নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে আয়কর প্রদানকারী মাত্র ২৩১ জন (৪৯.৬৭%)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ৩৫.৪৮% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৮১২ জন)।
- নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে কম আয়কর প্রদান করেন ১৪০ জন (৩০.১০%)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ২৩.৭৭% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৫৪৪ জন)।
- নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৩৭ জন (৭.৯৫%)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ৪.২৩% (২২৮৮ জনের মধ্যে ৯৭ জন)।
- নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে ১০ লক্ষাধিক টাকা আয়কর প্রদান করেন ৮ জন (১.৭২%)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে এই হার ০.৯১% (২১ জন)।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা ছয়টি ধাপে অনুষ্ঠিত চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল চেয়ারম্যান প্রার্থী এবং নবনির্বাচিত সকল চেয়ারম্যানের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরলাম। আশা করছি, গণমাধ্যমের সহযোগিতায় দেশবাসী তা জানতে পারবে। পাশাপাশি এই নির্বাচনের সার্বিক চিত্র পর্যালোচনাপূর্বক আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে আমরা আগামী দিনের সকল নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করা এবং উপজেলা পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী, কার্যকর ও স্বশাসিত করার লক্ষ্যে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি কিছু সুপারিশ তুলে ধরছি।

সুপারিশসমূহঃ

১. স্থানীয় সরকার নির্বাচনসমূহকে দলভিত্তিক না করা। দলভিত্তিক নির্বাচন হলে তা দলীয় মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত হয়। ফলে জয়ের জন্য দলগুলোর মরিয়া প্রচেষ্টা সংঘর্ষের জন্ম দেয়। ক্ষমতাসীনরাও জয়ের জন্য বিভিন্নভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। আর রাজনৈতিক দলগুলো যদি দলভিত্তিক নির্বাচন করতেই চায়, তবে এর জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।

২. নির্বাচন কমিশনকে মেরুদণ্ড সোজা করে নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করার লক্ষ্যে যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। তাই দক্ষ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে নির্বাচন পুনর্গঠন করতে হবে।

৩. স্ট্যাগার্ড (একাধিক দিনে) নির্বাচন না করা। আর স্ট্যাগার্ড নির্বাচন যদি করতেই হয়, সাথে সাথেই ফল প্রকাশ না করা। কিন্তু সকল ধাপের নির্বাচন শেষে এক সাথে ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হবে নিরাপদে ব্যালট বাক্স রাখা। বাস্তবতা হলো যে, ব্যালট বাক্স সংরক্ষণের বিষয়টি সরকার মানলেও বিরোধীরা মানবে বলে মনে হয় না।

৪. নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসসহ সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগ ও খরচে প্রার্থীদের প্রতীক সম্বলিত পোস্টার প্রকাশ, প্রার্থীদের তথ্য প্রচার এবং সকল প্রার্থীকে এক মঞ্চে এনে 'প্রার্থী পরিচিতি সভা' করা। সেক্ষেত্রে প্রার্থীরা নিজস্ব উদ্যোগে পোস্টার ও প্রচারপত্র প্রকাশসহ কোনো ধরনের শো-ডাউন করতে পারবে না।

৫. পূর্ণাঙ্গ উপজেলা পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে দ্রুত সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের নির্বাচন সম্পন্ন করা।

৬. রিটার্নিং অফিসারসহ নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের অসততা ও পক্ষপাতিত্বের ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির বিধান এবং তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

৭. বিশৃঙ্খলা মোকাবেলায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে 'জিরো টলারেন্স'-এ রাখা।

৮. উপজেলা পরিষদসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী, কার্যকর ও স্বশাসিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়ন বা আইন সংশোধন করা।

৯. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমলাতন্ত্রের খবরদারী মুক্ত করার জন্য স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা।

আমরা মনে করি যে, সরকারসহ সকল রাজনৈতিক দলের রাষ্ট্রের আইন-কানুন ও বিধি-বিধান মেনে চলা একান্ত জরুরি। কারণ সরকার ও রাজনৈতিক দল কর্তৃক যেখানে আইন লঙ্ঘিত হয়, গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণ তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও সেখানে সুদূর পরাহত।

পরিশেষে, সুজন-এর পক্ষ থেকে সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে উপরোল্লিখিত সুপারিশসমূহের প্রতি গুরুত্বের সঙ্গে দৃষ্টি প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের প্রত্যাশা, সরকার এবং নির্বাচন কমিশন সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপরোল্লিখিত সুপারিশের আলোকে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতিতে গুণগত পরিবর্তন আনবে এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্রঃ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd) তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।

প্রার্থীদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি বিস্তারিত তুলনামূলক চিত্রের জন্য দেখুন- www.votebd.org